গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন শাখা-৫

১২৫

০৭-১১-১৯৯৮ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির ৫ম সভার কার্যবিবরণী।

গত ০৭-১১-১৯৯৮ তারিখ সকাল ১০-০০ টায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির ৫ম সভা অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাহী কমিটির আহবায়ক ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আবদুর রাজ্জাক সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় উপস্থিত সদস্যগণের তালিকা পরিশিষ্ট-'ক' তে সংযুক্ত করা হইল।

২। সভার প্রারম্ভে মাননীয় সভাপতি সকলকে স্বাগত জানাইয়া সভার কাজ শুরু করেন এবং আলোচ্যসূচী অনুযায়ী আলোচনার সূত্রপাত করার জন্য পানি সম্পদ সচিবকে অনুরোধ করেন। পানি সম্পদ সচিব ডঃ এ,টি,এম, শামসুল হুদা সভাপতির অনুমতিক্রমে আলোচ্যসূচী-'ক' এর উপর আলোচনার সূত্রপাত করিয়া বলেন, বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের কৃষিনির্ভর জনসাধারণের ভাগ্যোন্নয়নে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে নির্বাহী কমিটির গত ০৩-০৮-৯৮ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক উপকূলীয় দক্ষিণাঞ্চলে ভোলা জেলা ব্যতীত বরিশাল বিভাগের অন্য ৫টি জেলায় আগামী শুষ্ক মৌসুমে পরীক্ষামূলকভাবে ফসল চাষের জন্য সেচ সুবিধা প্রদানসহ পানি উন্নয়ন বোর্ড সৃষ্ট অবকাঠামোসমূহে পরিবর্তন/পরিবর্ধণ/সংযোজন নির্ধারণের জন্য গত ১০-০৮-৯৮ তারিখে পাউবো, কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ ও এলজিইডি-এর প্রতিনিধি সমন্বয়ে সংশ্লিষ্ট পাউবো-এর নির্বাহী প্রকৌশলীকে আহবায়ক করিয়া কার্য-পরিধিসহ ৫টি জেলার জন্য ৫টি ভিন্ন যৌথ পরিদর্শক দল গঠন করা হয়। ৫টি দল হইতেই পৃথক পৃথক প্রতিবেদন পাওয়ার পর মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে পরবর্তিতে উহা পানি উন্নয়ন বোর্ডে সমন্বিত করিয়া একটি সমন্বিত প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হইয়াছে। তিনি পাউবো-এর সদস্য (প ও র) কে সদস্যগণের বিবেচনার জন্য সভায় প্রতিবেদন পেশ করার আহবান জানান।

৩। পাউবো-এর সদস্য (প ও র) জনাব আ.ফ.ম.নূরুল আলম যৌথ পরিদর্শক দলের কার্যক্রমের উল্লেখপূর্বক বলেন, পাউবোর সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীগণ প্রথমতঃ নিজ নিজ জেলাভিত্তিক কমিটি গঠন করেন এবং কমিটির অন্যান্যদের সংগে সভা ও মাঠ পর্যায়ে সরেজমিনে পর্যবেক্ষণকরতঃ বরিশাল জেলার জন্য ৬টি, বরগুনা জেলার জন্য ৭টি, পটুয়াখালী জেলার জন্য ৩টি, ঝালকাঠি জেলার জন্য ৯টি ও পিরোজপুর জেলার জন্য ৩টি সহ সর্বমোট ৩০টি প্রকল্প প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত করেন যাহার মোট ব্যয় ১৭৬৩১.৬৫ লক্ষ টাকা। তিনি বলেন, পরিদর্শক দলের কার্য-পরিধি অনুযায়ী পাউবো-এর সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীগণ তাহাদের আওতাভুক্ত জেলায় চিহ্নিত প্রকল্পসমূহের অবকাঠামোর পরিবর্তন/পরিবর্ধণ/সংযোজনের ব্যাপারে পরিমান/সংখ্যা নির্ধারণপূর্বক ব্যয়ের প্রতিবেদন সরাসরি সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় ও চেয়ারম্যান, পানি উন্নয়ন বোর্ড বরাবর প্রেরণ করেন। দাখিলকৃত প্রতিবেদন অনুযায়ী ৫টি জেলার জন্য চিহ্নিত ৩০টি প্রকল্পের জেলাওয়ারী নাম, থানা, কাজের বিবরণ ও ব্যয়ের বিবরণী তুলিয়া ধরিয়া তিনি বলেন যে, পাউবো-এর সদস্য পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ এর বিগত ২২ হইতে ২৫ অক্টোবর, ১৯৯৮ তারিখে নির্ধারিত প্রকল্পসমূহের সঠিকতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে বরিশাল সফর ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের সংগে আলোচনা এবং কয়েকটি প্রকল্প সরেজমিনে পরিদর্শণের প্রেক্ষিতে অর্থায়ন, ব্যয় ও কাংখিত সুফল প্রাপ্তি বিবেচনায় সর্বমোট ২৭৮.৬৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বরিশাল জেলায় ২টি, বরগুনা জেলায় ৩টি, পটুয়াখালি জেলায় ২টি, ঝালকাঠি জেলায় ২টি মোট ১১টি প্রকল্প অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়নেরজন্য নির্ধারণ করা হইয়াছে। জেলা -ওয়ারী প্রকল্পগুলি নিম্নরূপ ঃ

(ক) বরিশাল জেলা ঃ

(১) হিজলা বাঁধ উপ-প্রকল্প(উত্তর), হিজলা;

(খ) বরগুনা জেলা ঃ

(১) পোল্ডার নং-৪১/১ ঃ হাজার বিঘা খাল, বরগুনা ;
(২) পোল্ডার নং-৪১/২ এ ঃ চলুয়াখাল পুনঃখনন, বরগুনা ;
(৩) পোল্ডার নং-৪১/১ এ ঃ খলিফা বাড়ী খাল পুনঃখনন, বরগুনা।

(গ) পটুয়াখালী জেলা ঃ

(১) পোল্ডার নং -৫৫/২বিঃ আই ডি এ সাহায্যপুষ্ট, গলাচিপা ;
(২) পোল্ডার নং-৪৩/২সিঃ ই আই পি আওতাভুক্ত, গলাচিপা।

(ঘ) ঝালকাঠি জেলা ঃ

(১) ১৪ নং পোল্ডার ঃ বরিশাল সেচ প্রকল্প- ১ম পর্যায়, গলাচিপা;
(২) ১৮ নং পোল্ডার ঃ বরিশাল সেচ প্রকল্প - ১ম পর্যায়, গলাচিপা।

(ঙ) পিরোজপুর জেলা ঃ

(১) উপকূলীয়বাঁধ প্রকল্প-৩৯/২ ডিঃ মঠবাড়িয়া ;
(২) বরিশাল সেচ প্রকল্প-২য় পর্যায় ঃ কাউখালি।

সদস্য (প ও র) সভাকে আরো জানান, এই ১১টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করিলে মোট ২৭৮.৬৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫৩২১ হেক্টর এলাকায় সেচ সুবিধা প্রদান করিয়া ১৯২৩০.০০ মেঃটন অতিরিক্ত ধান উৎপাদন করা সম্ভব হইবে। প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের জন্য জনগণের যথেষ্ট চাহিদা ও আগ্রহের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি চিহ্নিত প্রকল্পসমূহের মধ্যে প্রাথমিকভাবে নির্ধারিত ১১টি বর্তমান বৎসরে বাস্তবায়ন করিয়া পরবর্তী বৎসরের মধ্যে অবশিষ্ট প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহনের প্রস্তাব করেন।

৪। মৎস্য সচিব জনাব আইয়ুব কাদরী প্রকল্পের জন্য ব্যয়িত খরচসহ আয় না দেখাইয়া খরচ বাদ দিয়া নীট আয় দেখানো যাইতে পারেমর্মে মন্তব্য করেন। তিনি আরো বলেন যে, যেহেতু প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য টাকার পরিমান অল্প, সেইহেতু পরিকল্পনা কমিশনে এই অর্থ চাওয়া যাইতে পারে।

৫। পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য(কৃষি) জনাব আবদুল হামিদ চৌধুরী মন্তব্য করেন যে , নতুন প্রকল্পে টাকা বরাদ্দ করা যাইবে না, তবে জরুরী ত্রান খাত হইতে অর্থ বরাদ্দ করা যায় কিনা তাহা বিবেচনা করা যাইতে পারে।

৬। খাদ্য উপমন্ত্রী সভাকে এই মর্মে অবহিত করেন যে , উপকূলীয় এইসব অঞ্চলে আগে মিঠা পানি পাওয়া যাইত না, এখন পর্যাপ্ত পাওয়া যাইতেছে। সেচের মাধ্যমে পানি দিতে পারিলে চাষীরা শুষ্ক মৌসুমে পর্যাপ্ত বোরো ফসল দিতে পারিবে।

৭। মাননীয় সভাপতি তাহার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে বরিশালকে দক্ষিণাঞ্চলের শস্যভান্ডার হিসাবে আখ্যায়িত করা হই লবণাক্ত পানির কারণে সেখানে এখন ফসল উৎপাদন কমিয়া গিয়াছে। এখন পর্যাপ্ত মিঠা পানি পাওয়া যাইতেছে। পানি দিতে পারিলে সেখানে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব মন্তব্য করিয়া তিনি বলেন যে এই প্রকল্পগুলি অধিক ফসল উৎপাদন করিয়া খাদ্য ঘাটতি পূরণের উদ্দেশ্যে বাস্তবায়ন করা অত্যাবশ্যক। সাম্প্রতিক বন্যাত্তোর পুর্নবাসন কাজ হিসাবে প্রকল্পগুলি এই বৎসরের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের বন্যা পুনর্বাসন ও ত্রাণ খাত হইতে বিশেষ বরাদ্দের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা যাইতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রকল্পের

৮। আলোচ্যসূচী 'খ' এর উপর আলোকপাত করিয়া পানি সম্পদ সচিব বলেন, পাউবো ও এলজিইডি এর মাঠ পর্যায়ের কা জটিলতা পরিহার ও সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে অনুসরণীয় নীতিমালা ও পদ্ধতি প্রণয়নের জন্য নির্বাহী কমিটির গত ১৩-৫-৯ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সদস্য (কৃষি), পরিকল্পনা কমিশনকে আহবায়ক করিয়া ২৮-৫-৯৮ তারিখে গঠিত কমিটির প্রতিবেদন পাওয়া গিয়াছে। তিনি কমিটির আহবায়ককে তাঁহার প্রতিবেদন সভায় পেশের জন্য আহবান জানান।

৯। কমিটির আহবায়ক ও সদস্য(কৃষি), পরিকল্পনা কমিশন জনাব আবদুল হামিদ চৌধুরী সভায় প্রতিবেদনের বিশেষ বিশেষ দিক তুলিয়া ধরিয়া বলেন, কার্য-পরিধি অনুযায়ী পাউবো ও এলজিইডি-এর কাজে মাঠ পর্যায়ে সৃষ্ট বিদ্যমান জটিলতা নিরসন ও ভবিষ্যতে জটিলতা পরিহার ও সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে অনুসরণীয় নীতিমালা/পদ্ধতি ও সুপারিশমালা প্রণয়নই এই কমিটির মুখ্য দায়িত্ব ছিল। কমিটিতে উভয় সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিত্ব ছিল এবং পারস্পরিক ব্যাপক আলোচনা, মতামত ও মত বিনিময়ের মাধ্যমে সর্বসম্মতভাবে কমিটির যে সুপারিশমালা প্রতিবেদনে বিধৃত হইয়াছে তাহা নিম্নরূপ ঃ

(ক) ১০০০ হেক্টর একক কমান্ড এরিয়া পর্যন্ত এফসিডিআই প্রকল্পসমূহ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন এলজিইডি করিবে।

(খ) ঋণচুক্তি অনুযায়ী দাতা সংস্থার সাথে সমঝোতার আলোকে ইতোমধ্যে ১০০০ হেক্টরের উর্দ্ধের যে সকল ক্ষুদ্রায়তন পানি সম্পদ উন্নয়ন উপ-প্রকল্পসমূহ নির্বাচিত করা হইয়াছে , লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী উপকারিতা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে ঐ সকল প্রকল্প এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়ন করিতে দিতে হইবে।

(গ) ভবিষ্যতে এলজিইডি কর্তৃক ক্ষুদ্রায়তন পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ সমীক্ষা ও জরীপান্তে প্ল্যানিং ও ডিজাইনকৃত হইতে হইবে যাহাতে উহা সামাজিক, পরিবেশগত, হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফোলজিকাল সিস্টেমের উপর কোন বিরূপ প্রভাব না ফেলে।

(ঘ) এলজিইডির যে সমস্ত প্রকল্প পাউবোর প্রকল্প এলাকার পরিবেশ ও হাইড্রোলজিক্যাল সীমানায় বিরূ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছে, উহা পুংখানুপুংখরূপে পুনঃ নিরীক্ষিত হইতে হইবে এবং কাংক্ষিত ফলাফল লাভের লক্ষ্যে ঐগুলিতে সংশোধনীমূলক ব্যবস্থাদি গ্রহন করিতে হইবে।

তাহাছাড়া, প্রকল্প প্রণয়নের সূচনা পর্যায়ে দ্বৈততা ও জটিলতা পরিহারের উদ্দেশ্যে প্রকল্প পরীক্ষা এবং সমন্বয় সাধনের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি কে আহবায়ক করিয়া সংশ্লিষ্টদের সমন্বয়ে জেলা সমন্বয় কমিটি গঠনের সুপারিশ প্রতিবেদনে করা হইয়াছে। তিনি আরো বলেন, জেলা সমন্বয় কমিটি প্রকল্প প্রস্তাবের বিষয়ে সিদ্ধান্তগ্রহনে অপারগ হইলে পাউবোর আঞ্চলিক প্রধান প্রকৌশলী সংশ্লিষ্ট এলজিইডির কর্মকর্তার সাহিত পরামর্শক্রমে বিষয়টি নিষ্পত্তি করিবেন। জেলা সমন্বয় কমিটি ও পাউবোর প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক অনিষ্পত্তিকৃত প্রকল্প প্রস্তাবসমূহ মহাপরিচালক, ওয়ারপোকে আহবায়ক ও সংশ্লিষ্টদের সমন্বয়ে গঠিত কেন্দ্রীয় সমন্বয় সেলে সিদ্ধান্তের জন্য যাইবে।

১০। পানি সম্পদ সচিব বলেন, ১০০০ হেঃ একক কমান্ড এরিয়া পর্যন্ত এফসিডিআই প্রকল্পসমূহ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন এলজিইডির আওতাভূক্তকরণ সংক্রান্ত সুপারিশ সম্প্রতি জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের সভায় অনুমোদিত জাতীয় পানি নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হইয়াছে।

১১। মাননীয় সভাপতি ও পানি সম্পদ মন্ত্রী জনাব আবদুর রাজ্জাক বলেন, কমিটির সুপারিশমালা গ্রহন করা যায় এবং এতদ্বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরিপত্র পরিকল্পনা কমিশন হইতে জারী করার জন্য তিনি সদস্য(কৃষি) পরিকল্পনা কমিশনকে অনুরোধ জানান।

বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় নিম্নেবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় ঃ

(১) উপকূলীয় দক্ষিণাঞ্চলে যৌথ পরিদর্শক দল কর্তৃক চিহ্নিত ৩০টি প্রকল্পের মধ্যে পাউবো কর্তৃক নির্ধারিত ১১টি প্রকল্প চলতি বৎসরে পরিকল্পনা কমিশনের আওতায় বন্যা পুনর্বাসন খাত হইতে বাস্তবায়ন করা হইবে।

(২) অবশিষ্ট প্রকল্পগুলি একটি সমন্বিত প্রকল্প হিসাবে গ্রহনপূর্বক আগামী অর্থ বৎসরের এডিপিভুক্ত করা হইবে।

(৩) পাউবো বর্তমান বৎসরের ১১টি প্রকল্প সরলীকৃত পিসিপি-তে ও বাকীগুলি নিয়মিত পিসিপি-তে দ্রুত প্রক্রিয়াকরণ করিবে।

(৪) সংশ্লিষ্ট পাঁচটি জেলার জন্য গঠিত বর্তমান যৌথ পরিদর্শক দল বহাল থাকিবে এবং তাহারা প্রকল্প বাস্তবায়নসহ প্রকল্পের কার্যক্রম তদারকী করিবে।

(৪) পাউবো ও এলজিইডি-এর মাঠ পর্যায়ের কাজে জটিলতা পরিহার ও সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে গঠিত কমিটির সুপারিশমালা গ্রহণ করা হইল। তবে কেন্দ্রীয় সমন্বয় সেলে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি অন্তর্ভূক্ত করা হইবে।

(৫) পরিকল্পনা কমিশন পাউবো ও এলজিইডি-এর মাঠ পর্যায়ের কাজে জটিলতা নিরসন, পরিহার ও সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে এতদ্‌সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় পরিপত্র জারী করিবে।

১৩। অতঃপর অন্যকোন আলোচনা না থাকায় মাননীয় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া সভার কাজ সমাপ্ত করেন।

স্বাক্ষর/-
আবদুর রাজ্জাক
মন্ত্রী
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
আহবায়ক
নির্বাহী কমিটি

নং-পাসম-উঃ৫/৩ক-২/৯৭(২)/৫৫৫

তারিখ ঃ ১৭-১১-১৯৯৮ ইং
০৩-০৮-১৪০৫ বাং

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরিত হইল ঃ-

১। মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২। মাননীয় মন্ত্রী,পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩। মাননীয় মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৫। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৬। সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৭। সদস্য(কৃষি), পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা
৮। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৯। সচিব, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১০। সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১১। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা
১২। ডঃ আইনুন নিশাত, অধ্যাপক, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়,ঢাকা। বর্তমানে কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ, আই, ইউ,সি,এন, বাড়ী নং-১৩,সড়ক নং-৩, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা
১৩। ডঃ এম, মনোয়ার হোসেন, অধ্যাপক, পানি সম্পদ প্রকৌশল বিভাগ, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
১৪। মহাপরিচালক, ওয়ারপো।
১৫। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা	
ডাইবি নং: ৬৬৬৭	৬৮৩৮/৮
গ্রঃ বৈঃ কর্মকর্তা (পরিঃ)	অতি জরুরী
গ্রঃ বৈঃ কর্মকর্তা (কারিঃ)	জরুরী
সচিব	প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন
মধ্য বৈঃ কর্মকর্তা (প্রকৌঃ)	আলোচনা করুন
" " " (পানি সম্পদ)	পেশ করুন
" " " (অর্থনীতি)	নথিভুক্ত করুন
" " " (কৃষি)	
" " " (পরিবেশ)	
" " " (কম্পিউ)	
" " " (পরিবীক্ষণ)	
	মহা-পরিচালক

১৭/১১/৯৮ ইং
(এস, এম, জহুরুল ইসলাম)
উপ-সচিব(উঃ২)
ফোনঃ ৮৬৬২৪০

পরিশিষ্ট-[illegible]

১। জনাব সতীশ চন্দ্র রায়
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়

২। জনাব বীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু
মাননীয় উপ-মন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রণালয়
(বিশেষ আমন্ত্রিত)

৩। ডঃ এ,টি,এম, শামসুল হুদা
সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

৪। ডঃ এ,এম,এম, শওকত আলী
সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

৫। জনাব আবদুল হামিদ চৌধুরী
সদস্য(কৃষি), পরিকল্পনা কমিশন

৬। জনাব আইয়ুব কাদরী
সচিব, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়

৭। ডঃ মনোয়ার হোসেন
অধ্যাপক, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়

৮। জনাব এ,কে,এম, শামছুল হক
চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

বিঃ দ্রঃ উল্লিখিত সদস্যবর্গ ব্যতীত এই সভায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থাসমূহের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।